আল-আদাবুল মুফরাদ

[দ্বিতীয় খণ্ড]

মূল

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ

তাহকিক

শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানি রাহিমাহুল্লাহ
শাইখ শুআইব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ

আম্মার মাহমুদ

শিক্ষক ও তরুণ আলেম

অনুবাদ-সম্পাদনা

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

অধ্যায় : ব্যয় ও মেহমানদারি..... ৬৫
মেহমানের আপ্যায়ন এবং স্বয়ং নিজে তার সেবা করা ৬৫
মেহমানের প্রদত্ত প্রাপ্য..... ৬৬
আপ্যায়ন হলো তিন দিন..... ৬৭
মেজবানকে অসুবিধায় ফেলে তার নিকট অবস্থান করবে না..... ৬৭
মেহমান রাতে উপস্থিত হলে ৬৮
বঞ্চিত অবস্থায় মেহমানের ভোর হলে ৬৮
নিজে সশরীরে মেহমানের সেবা করা..... ৬৯
মেহমানের সামনে খাবার পরিবেশন করে নামাজে দাঁড়ানো..... ৬৯
নিজ পরিবারের জন্য ব্যয় করা.....৭১
প্রতিটি কাজের প্রতিদান রয়েছে, নিজ স্ত্রীর মুখে তুলে দেওয়া লোকমারও.. ৭৩
রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আহ্বান ৭৪

অধ্যায় : উন্নত চরিত্রের কিছু নির্দেশনা.....৭৫
গিবত উদ্দেশ্য না নিয়ে কাউকে কৃষ্ণকায়, দীর্ঘদেহী বলা.....৭৫
সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি ৭৬
যিনি সংবাদ বর্ণনাকে দোষের মনে করেন না ৭৮
যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম ব্যক্তির দোষ গোপন রাখল ৭৮
‘লোক ধ্বংস হয়ে গেছে’ বলে মন্তব্য করা ৭৯
মুনাফিককে ‘সাইয়্যিদ’ নেতা বলে সম্বোধন করবে না ৭৯
অন্যের মুখে নিজের আত্মশুদ্ধির কথা শুনলে কী বলবে.....৮০
অজানা বিষয়ে মন্তব্য করে কেউ যেন না বলে, ‘আল্লাহও তেমনটি জানেন’ ৮১
রংধনু ৮২
ছায়াপথ..... ৮২
‘হে আল্লাহ! আমাকে আপনার রহমতের জায়গায় রাখো’ বলাকে অপছন্দ করা ৮৩
তোমরা যুগকে গালি দিয়ো না.....৮৩
ব্যক্তি তার ভাইয়ের ফেরার পথে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাবে না..... ৮৪
একজন অপরজনকে বলা—‘তোমার ধ্বংস হোক’..... ৮৪
নির্মাণ করা ৮৭
কারও মন্তব্য—‘না, তোমার পিতার শপথ’.....৮৮
কারও নিকট কোনো কিছু চাইলে চাটুকারিতা না করে সরাসরি চাইবে..... ৮৯
কারও কথা—‘তোমার শত্রু নিপাত যাক’..... ৯০
কেউ যেন না বলে—‘আল্লাহ এবং অমুক’.....৯১
কেউ যেন না বলে—‘আল্লাহ এবং তুমি যা চাও’.....৯১

অধ্যায় : গান-বাজনা ও বিবিধ বিষয় ৯২
গান-বাজনা ও অহেতুক কর্ম.....৯২
উত্তম দিক-নির্দেশনা ও চালচলন.....৯৪
অপছন্দনীয় আকাঙ্ক্ষা..... ৯৬
তোমরা আঙুরকে 'কারম' নামকরণ কোরো না.....৯৭
কাউকে বলা—'তোমার অকল্যাণ হোক' ৯৭
শ্যালিকা বলে সম্বোধন করা..... ৯৮
'আমি ভীষণ ক্লান্ত' বলা.....৯৯
যে ব্যক্তি অলসতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে চায় ৯৯
কারও বক্তব্য—'আমার প্রাণ আপনার জন্য উৎসর্গ' ১০০
কারও বক্তব্য—'আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত'.....১০১
অমুসলিম ব্যক্তির সন্তানকে 'হে আমার বৎস' বলে সম্বোধন করা ১০২
আত্মা অপবিত্র হয়ে গেছে—এমন কথা না বলা ১০৩

অধ্যায় : অর্থপূর্ণ নাম রাখা এবং মন্দ নাম পরিবর্তন করা.....১০৫
আবুল হাকাম উপনাম ১০৫
নবিজির পছন্দনীয় নাম ১০৬
দ্রুত হাঁটা ১০৭
মহান আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় নাম ১০৮
নাম পরিবর্তন করা..... ১০৮
মহান আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় নাম.....১০৯
নামে সংক্ষেপণ করে সম্বোধন করা.....১১০
ব্যক্তিকে তার প্রিয় নামে ডাকা.....১১১
'আছিয়া' নাম পরিবর্তন করা ১১১
'সরম' নাম পরিবর্তন করা ১১২
'গুরাব' নাম পরিবর্তন করা..... ১১৪
'শিহাব' নাম পরিবর্তন করা..... ১১৪
'আস' (অবাধ্য) নাম পরিবর্তন করা ১১৪
নিজ সাথিকে সংক্ষিপ্ত বা ছোট নামে ডাকা..... ১১৫
'জাহম' নাম রাখা..... ১১৭
'বাররা' নাম পরিবর্তন করা.....১১৮
'আফলাহ' নাম রাখা ১১৯
'রাবাহ' নাম রাখা..... ১১৯
নবিগণের নামসমূহ ১২০

'আবুল কাসিম' নবিজির জীবদ্দশায় এ নাম রাখা নিষিদ্ধ ছিল..... ১২০
'হাযন' নাম রাখার পরিণাম..... ১২২
নবিজির নাম ও ডাকনাম..... ১২৩
মুশরিককে উপনামে ডাকা যাবে কি?..... ১২৫
ছোট ছেলেকে উপনামে ডাকা..... ১২৫
সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই উপনাম গ্রহণ..... ১২৬
মহিলাদের উপনাম..... ১২৭
কারও এমন উপনাম রাখা, যা তার মাঝে বিদ্যমান..... ১২৭
মর্যাদাশীল ও বড়দের সাথে কীভাবে হাঁটবে..... ১২৮

অধ্যায় : কবিতা ও পঙ্‌ক্তি, কৌতুক..... ১৩০
কোনো কোনো কবিতায় প্রজ্ঞা রয়েছে..... ১৩০
উত্তম ও অনুত্তম কথার ন্যায় উত্তম ও অনুত্তম কবিতাও রয়েছে..... ১৩৩
যে ব্যক্তি কবিতা আবৃত্তি করতে চায়..... ১৩৪
যে ব্যক্তি কবিতা নিয়ে ব্যস্ত থাকা অপছন্দনীয় মনে করে..... ১৩৫
বর্ণনায়ও জাদুকরী প্রভাব রয়েছে..... ১৩৬
অপছন্দনীয় কবিতা..... ১৩৭

অধ্যায় : অতিরিক্ত কথা ও বিবিধ..... ১৩৮
বেশি কথা বলা..... ১৩৮
আশা-আকাঙ্ক্ষা..... ১৪০
কোনো বস্তু বা ঘোড়াকে 'সমুদ্র' বলে অভিহিত করা..... ১৪০
উচ্চারণের ভুলের জন্য প্রহার করা..... ১৪১
কারও মন্তব্য 'এটা কিছু না'..... ১৪১
বিপরীতার্থক উপমা..... ১৪২
গোপনীয় বিষয় ফাঁস করে দেওয়া..... ১৪৩
এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে যেন ঠাট্টা-বিদ্রুপ না করে..... ১৪৪
সব বিষয়ে ধীরস্থিরতা..... ১৪৪
যে ব্যক্তি পথভোলা ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে দেয়..... ১৪৫
যে ব্যক্তি অন্ধ ব্যক্তিকে পথহারা করে..... ১৪৬
কোন্দল-বিদ্রোহ..... ১৪৬
বিদ্রোহের শাস্তি..... ১৪৭
বংশমর্যাদা..... ১৪৮
রুহগুলো সৈন্যদলে সমবেত ছিল..... ১৫০

একজন অপরজনের মাথার উকুন বেছে দেবে কি? ১৮০
অবাক-বিস্ময়ে মাথা ঝুঁকানো ও দাঁত দিয়ে উভয় ঠোঁট কামড়ে ধরা ১৮৩
আশ্চর্য হয়ে অথবা অন্য কারণে নিজ উরুতে চপেটাঘাত করা..... ১৮৩
নিজ ভাইয়ের উরুতে চপেটাঘাত করা.....১৮৪
যে বসা ব্যক্তি তার সম্মানার্থে মানুষজনের দাঁড়ানোকে অপছন্দ করে..... ১৮৮
দুনিয়া কতই-না তুচ্ছ.....১৮৯
পা ঝিঁঝি ধরলে যা বলবে..... ১৯১
তিন খলিফাকে জান্নাতের সুসংবাদ ১৯১

অধ্যায় : মোসাফাহা-মুআনাকা ও চুম্বন করা ১৯৩
ছোট বালকদের সাথে মোসাফাহা করা ১৯৩
মোসাফাহা করা ১৯৩
শিশুর মাথায় মহিলার হাত বোলানো..... ১৯৪
মুআনাকা করা..... ১৯৪
নিজ কন্যাকে চুম্বন করা ১৯৬
হাতে চুম্বন করা ১৯৬
পায়ে চুম্বন করা ১৯৮
কারও সম্মানার্থে দাঁড়ানো ১৯৮

অধ্যায় : সালাম ২০০
সালামের সূচনা..... ২০০
সালামের প্রসার ঘটানো ২০১
যে প্রথমে সালাম দেয় ২০২
সালামের ফজিলত ২০৩
সালাম আল্লাহর নামসমূহ থেকে একটি নাম ২০৫
অপর মুসলমানের হকসমূহ থেকে একটি হলো, পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হলে সালাম দেবে.....২০৭
পথচারী বসা ব্যক্তিকে সালাম দেবে.....২০৭
আরোহী বসা ব্যক্তিকে সালাম দেবে..... ২০৮
পথচারী কি আরোহী ব্যক্তিকে সালাম দেবে?.....২০৯
কমসংখ্যক লোক বেশিসংখ্যক লোকদের সালাম দেবে.....২০৯
ছোট বড়কে সালাম দেবে.....২১০
সালামের সমাপ্তি..... ২১১
ইশারা-ইঙ্গিতে সালাম প্রদান করা ২১১

অনুমতিবিহীন ভেতরে দৃষ্টি দিলে চোখ ফুটো করে দেওয়া ২৪৫
দৃষ্টির কারণেই অনুমতি প্রার্থনার বিধান ২৪৫
চোখের কারণেই অনুমতি প্রার্থনার বিধান..... ২৪৬
এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তার ঘরে সালাম করলে ২৪৬
কারও আহ্বানও অনুমতি হিসাবে গণ্য হবে ২৪৮
দরজার নিকট কীভাবে দাঁড়াবে..... ২৫০
অনুমতি চাওয়ার পর 'অপেক্ষা করুন' বললে কোথায় কোথায় বসবে? ২৫০
দরজায় নক করা ২৫১
অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করলে..... ২৫১
অনুমতি প্রার্থনার পদ্ধতি ২৫৪
একজন জিজ্ঞাসা করলো, 'কে?' প্রত্যুত্তরে বললো, 'আমি' ২৫৪
কেউ অনুমতি প্রার্থনা করলে অপরজন বললো, 'নিরাপদে প্রবেশ করুন' . ২৫৫
ঘরসমূহে দৃষ্টি দেওয়া ২৫৬
নিজ ঘরে সালাম দিয়ে প্রবেশ করার ফজিলত ২৫৮
ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহকে স্মরণ না করলে সে ঘরে শয়তান রাত যাপন করে..... ২৫৯
যে স্থানে প্রবেশে অনুমতির প্রয়োজন নেই..... ২৬০
বাজারের বিপণিবিতানে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা..... ২৬০
পারস্যবাসীদের নিকট কীভাবে অনুমতি প্রার্থনা করবে?..... ২৬১
জিম্মি ব্যক্তি চিঠিতে সালাম দিলে তার উত্তর দিতে হবে ২৬১
জিম্মিকে প্রথমে সালাম দেবে না..... ২৬২
যে ব্যক্তি ইশারা-ইঙ্গিতে জিম্মিকে সালাম দেয়..... ২৬৩
জিম্মিদের সালামের উত্তর কীভাবে দেবে?..... ২৬৩
মুসলিম ও মুশরিকদের সম্মিলিত মজলিসে সালাম দেওয়া..... ২৬৪
আহলে কিতাবদের উদ্দেশে কীভাবে চিঠি লিখবে?..... ২৬৫
আহলে কিতাব তোমাদেরকে 'আস-সামু আলাইকুম' বললে..... ২৬৫
আহলে কিতাব সম্প্রদায়কে রাস্তার সংকীর্ণ পাশ দিয়ে হাঁটতে বাধ্য করবে.. ২৬৬
জিম্মির জন্য কীভাবে দুআ করবে..... ২৬৬
না জেনে কোনো খ্রিষ্টানকে সালাম দিলে..... ২৬৮
যখন কেউ বলে—'অমুক আপনাকে সালাম জানিয়েছেন'..... ২৬৮

অধ্যায় : চিঠিপত্রের আদানপ্রদান ২৬৯
চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া..... ২৬৯
মহিলাদের নিকট চিঠিপত্র লেখা এবং তাদের উত্তরের পত্র ২৬৯

রাতে ঘরের দরজা বন্ধ রাখা ৩৩৬
রাতের শুরুভাগে শিশুদেরকে নিজেদের সাথে রাখা ৩৩৬
পশুদের লড়াই বাঁধানো..... ৩৩৭
কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ ও গাধার ডাক ৩৩৭
মোরগের ডাক শুনলে ৩৩৯
বুরগুস (পাখাহীন এক প্রকার কীট)-কে গালি দিয়ো না..... ৩৩৯
দুপুরের আহারের পর বিশ্রাম ৩৩৯
দিনের শেষ প্রহরের ঘুম.....৩৪২

অধ্যায় : দাওয়াত ও খাতনা অনুষ্ঠান ৩৪৩
দাওয়াত খাওয়ানো..... ৩৪৩
খাতনা করা..... ৩৪৩
নারীর খাতনা করা.....৩৪৪
খাতনা অনুষ্ঠানের দাওয়াত.....৩৪৪
খাতনায় আনন্দ-অনুষ্ঠান ৩৪৫
জিম্মি (অমুসলিম) প্রদত্ত দাওয়াত ৩৪৫
বাঁদির খাতনা করানো ৩৪৬
বড়দের খাতনা করানো..... ৩৪৬
শিশুর জন্মগ্রহণ উপলক্ষে দাওয়াত..... ৩৪৮
তাহনিক (শিশুকে মিষ্টিমুখ) করানো..... ৩৪৮
ভূমিষ্ঠ সন্তানের জন্য দুআ করা ৩৪৯
ছেলে কিংবা মেয়ে যে-ই হোক, ভূমিষ্ঠ সন্তানের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করা ৩৫০
নাভির নিচের লোম মুণ্ডন করা ৩৫০
সময় নির্ধারণ করা ৩৫১

অধ্যায় : জুয়া-দাবা ইত্যাদি খেলা ৩৫২
জুয়া খেলা ৩৫২
মোরগের বাজিও জুয়া ৩৫৩
যে তার সাথিকে বলে, এসো তোমার সাথে জুয়া খেলি ৩৫৩
কবুতরের বাজি ধরা..... ৩৫৪
মহিলাদের বাহনে উট চালানোর জন্য হুদি গান..... ৩৫৪
গান-সংগীত..... ৩৫৫
দাবা খেলায় আসক্ত ব্যক্তিদের সালাম না দেওয়া..... ৩৫৬

দাবা খেলোয়াড়ের পাপ..... ৩৫৬
দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান এবং দাবা খেলোয়াড় ও বাতিলপন্থিদের উচ্ছেদ করা ৩৫৮
মুমিন ব্যক্তি একই গর্তে দুবার দংশিত হয় না ৩৬০
রাতে যে ব্যক্তি তিরন্দাজি করে ৩৬০
আল্লাহ কোনো বান্দাকে কোনো স্থানে মৃত্যু দান করতে চাইলে সেখানে তার যাওয়ার জন্য একটা প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন..... ৩৬১
যে নিজ বস্ত্রে নাকের ময়লা মোছে..... ৩৬১

অধ্যায় : ওয়াসওয়াসা, মন্দ ধারণা ও অতিরিক্ত কথা বলা.....৩৬২
ওয়াসওয়াসা : অন্তরের কুমন্ত্রণা ৩৬২
ধারণা-অনুমান করা ৩৬৩
ক্রীতদাসী বা স্ত্রী নিজ স্বামীর চুল কামানো..... ৩৬৫
বগলের লোম উপড়ানো..... ৩৬৫
উত্তম ব্যবহার ৩৬৬
চেনা-পরিচয়ের লাভ-ক্ষতি ৩৬৭
আখরোট দিয়ে শিশুদের খেলা করা ৩৬৭
কবুতর জবেহ করা ৩৬৮
যার প্রয়োজন রয়েছে, সেই যাওয়ার অগ্রাধিকার বেশি রাখে..... ৩৬৯
জনসমাগমে থুতু ফেলার নিয়ম..... ৩৭০
একদল লোকের সাথে কথা বলার সময় একজনকে লক্ষ্য করে বলবে না. ৩৭০
অহেতুক দৃষ্টিপাত ৩৭১
অনর্থক কথাবার্তা..... ৩৭১
দ্বিমুখী চরিত্রের লোক..... ৩৭২
দ্বিমুখী চরিত্রের লোকের পাপ ৩৭২
অনিষ্টের ভয়ে যাকে পরিহার করা হয়, সে-ই নিকৃষ্ট ৩৭৩
লজ্জাশীলতা..... ৩৭৩
জুলুম-নির্যাতন ৩৭৪
লজ্জা না থাকলে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারো..... ৩৭৫
রাগ-ক্রোধ..... ৩৭৫
ক্রোধের সময় যে দুআ পড়বে ৩৭৬
কারও রাগ উঠলে চুপ হয়ে যাবে..... ৩৭৭
বন্ধুর স্বার্থে ভালোবাসার আতিশয্য দেখাবে না ৩৭৮
তোমার ঘৃণা যেন ধ্বংসের কারণ না হয়..... ৩৭৮

[৬৯২] আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার আমরা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি অনেক দুআ করলেন, কিন্তু আমরা তা স্মরণ রাখতে পারিনি। আমরা বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি তো অনেক দুআ করলেন, কিন্তু আমরা তো কোনোটাই স্মরণ রাখতে পারলাম না? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অচিরেই আমি তোমাদের এমন কিছু বলে দেবো, যা সেই সমস্ত দুআকে শামিল করবে। তোমরা বলো,

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِمَّا سَأَلَكَ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَسْتَعِيذُكَ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা মিম্মা সাআলাকা নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম, ওয়া নাসতায়ি'যুকা মিম্মাসতাআ'যাকা মিনহু নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আল্লাহুম্মা আনতাল মুসতাআ'নু ওয়া আ'লাইকাল বালাগু, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি।

অর্থ : হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমরা আপনার কাছে সেইসব কল্যাণ কামনা করি, যা আপনার নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার নিকট কামনা করেছেন, এবং আমরা আপনার নিকট সেইসব অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, যেসব অনিষ্ট থেকে আপনার নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। হে আল্লাহ, আপনি একমাত্র সাহায্যকারী এবং আপনি কল্যাণ পৌঁছে দেন। আর আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো শক্তি এবং আশ্রয়স্থল নেই।

অথবা তিনি অনুরূপ কথা বলেছেন।[৭]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ».

[৭]. সুনানুত তিরমিজি: ৩৫২১। সনদের মান: জয়িফ। সনদে লাইস ইবনু আবি সুলাইম রাহিমাহুল্লাহ তার ইখতিলাত হতো। তাহকিক: শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ। হাদিস– হাসান গরিব। তাহকিক: ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ। লাইস ইবনু আবি সুলাইম জয়িফ। তাহকিক: শাইখ শুআইব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহ।

[৬৯৫] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত দুআটি অনেক বেশি করতেন,

اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আতিনা ফিদ দুনইয়া হাসানাতান, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতান, ওয়াক্বিনা আ'যাবান্নার।

অর্থ : হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন। আর আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করুন।[১০]

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، وَيَزِيدَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ».

[৬৯৬] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশি পরিমাণে এই দুআ বলতেন,

اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইয়া মুক্বাল্লিবাল ক্বুলুবি, সাব্বিত ক্বলবী আলা দীনিকা।

অর্থ : হে আল্লাহ! হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দীনের ওপর অবিচল রাখুন।[১১]

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ: مَجْزَأَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ،

[১০]. সুনানু আবি দাউদ: ১৫১৯; মুসনাদু আহমাদ: ১১৯৮১। হাদিসের মান: সহিহ। তাহকিক: শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ।

[১১]. সুনানুত তিরমিজি: ২১৪০; সুনানু ইবনি মাজাহ: ৩৮৩৪; মুসনাদু আহমাদ: ১২১০৭। হাদিসের মান: সহিহ। তাহকিক: শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ। ইয়াযিদ ইবনু আব্দিল্লাহ জয়িফ হওয়া সত্ত্বেও হাদিস সহিহ, কারণ তার মুতাবি' আবু সুফিয়ান তালহা ইবনু নাফে' রাহিমাহুল্লাহ রয়েছেন। তাহকিক: শুআইব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহ।

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যু বিকা মিন যাওয়ালি নি'মাতিকা, ওয়া তাহাওউলি আ'ফিয়াতিকা, ওয়া ফুজাআতি নিক্বমাতিকা, ওয়া জামিয়ি' সাখাতিকা।

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আপনার নিয়ামতরাজি বিলুপ্ত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। এবং আপনার দেওয়া সুস্থতা বিলুপ্ত হওয়া, আপনার আকস্মিক প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে এবং আপনার সার্বিক অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।[১৩]

মেঘ-বৃষ্টির সময় দুআ

حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى نَاشِئًا فِي أُفُقٍ مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ، تَرَكَ عَمَلَهُ - وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ - ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَشَفَهُ اللَّهُ حَمِدَ اللَّهَ، وَإِنْ مَطَرَتْ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا».

[৬৯৯] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আকাশে মেঘমালা দেখতেন, তখন তিনি কাজকর্ম ছেড়ে দিতেন। এমনকি তিনি সালাতে থাকলেও সালাত ছেড়ে দিতেন। অতঃপর মেঘমালার দিকে তাকাতেন। আল্লাহ মেঘমালা দূর করলে আল্লাহর প্রশংসা করতেন, আর মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ করলে বলতেন,

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছয়্যিবান নাফিআ'ন।

অর্থ : হে আল্লাহ, মুষলধারে কল্যাণকর বৃষ্টি দান করুন।[১৪]

---

[১৩]. সহিহ মুসলিম: ২৭৩৯; সুনানু আবি দাউদ: ১৫৪৫। হাদিসের মান: সহিহ। তাহকিক: শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ।

[১৪]. সুনানুন নাসায়ি: ১৫৩২; সহিহুল বুখারি: ১০৩২; মুসনাদু আহমাদ: ২১০৫৯। হাদিসের মান: সহিহ। তাহকিক: শাইখ আলবানি রাহিমাহুল্লাহ। মুসলিম রাহিমাহুল্লাহর শর্ত অনুযায়ী সনদ সহিহ। মিকদাম ইবনু শুরাই তিনি ইবনু হানি আল-হারিসি রাহিমাহুল্লাহর ছেলে। তিনি ব্যতীত সকল রাবি সহিহুল বুখারি ও সহিহ মুসলিমের রাবি। তাহকিক: শুআইব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহ।

উচ্চারণ : রব্বিগফিরলী খাতিয়াতী ওয়াজাহলী ওয়াইসরাফী ফী আমরী কুল্লিহী ওয়ামা আনতা আ'লামু বিহী মিন্নী, আল্লাহুম্মাগফিরলী খাতায়ী কুল্লাহু ওয়াআ'মদী ওয়াযাহলী ওয়াহাযলী ওয়াকুল্লু যালিকা ইনদী। আল্লাহুম্মাগফিরলী মা ক্বদ্দামতু ওয়ামা আখখরতু, ওয়া আসরারতু ওয়া মা আ'লানতু, আনতাল মুক্বদ্দিমু ওয়া আনতাল মুআখখিরু, ওয়া আনতা আ'লা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর।

অর্থ : হে আমার রব! আমার পাপ, অজ্ঞতা, প্রতিটি কাজে আমার বাড়াবাড়ি এবং আমার চাইতে আপনি আমার যে অপরাধসমূহ সম্পর্কে অধিক অবগত—সবগুলোকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আমার প্রতিটি গুনাহ, ইচ্ছাকৃত গুনাহ, অজানা গুনাহ, ঠাট্টাকৃত গুনাহ এবং আমার মধ্যকার সব গুনাহ ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আমার আগে-পরের, গোপনীয়-প্রকাশ্যের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিন। আপনিই অগ্রসরকারী, আপনিই বিলম্বকারী এবং আপনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।[১৬]

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، وَأَبِي بُرْدَةَ، أَحْسَبُهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي».

[৭০২] আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করতেন,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগফিরলী খাতিয়াতী ওয়া জাহলী ওয়া ইসরাফী ফী আমরী, ওয়া মা আনতা আ'লামু বিহী মিন্নী, আল্লাহুম্মাগফিরলী হাযলী ওয়া জাদ্দী, ওয়া খাতায়ী ওয়া আ'মদী, ওয়া কুল্লু যালিকা ই'নদী।

অর্থ : হে আল্লাহ, আপনি আমার পাপ, আমার অজ্ঞতা, আমার কাজকর্মে অতিরঞ্জন এবং আপনি আমার যেসব অপরাধ সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক অবগত—সবগুলোকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ, আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ঠাট্টাচ্ছলের গুনাহ, বাস্তবের গুনাহ এবং আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিন।[১৭]

[১৬]. সহিহুল বুখারি: ৬৩৯৮; সহিহ মুসলিম: ২৭১৯। হাদিসের মান: সহিহ।
[১৭]. সহিহ মুসলিম: ২৭১৯। হাদিসের মান: সহিহ।

আল-আদাবুল মুফরাদ

[প্রথম খণ্ড]

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

আল-আদাবুল মুফরাদ

[প্রথম খণ্ড]

মূল

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ

তাহকিক

শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানি রাহিমাহুল্লাহ
শাইখ শুআইব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

কিছু কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। সালাত ও সালাম প্রিয়তম হাবিব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সাহাবাগণের ওপর।

মানবজীবনে আদব বা শিষ্টাচার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আদর্শ ও সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনে শিষ্টাচারের গুরুত্ব অপরিসীম। উত্তম চরিত্র, ভালো ব্যবহার ও সুসভ্য জাতিগঠনের সর্বোত্তম উপায় ও উপকরণ রয়েছে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে নববিতে। আহার-পানীয় গ্রহণে, অন্যের সঙ্গে কুশল বিনিময়ে, সালাম আদান-প্রদানে, অনুমতি গ্রহণে, ওঠা-বসা, কথা বলা, দুআ-মুনাজাত, আনন্দ ও শোকপ্রকাশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুমিনের আচরণ কীরূপ হবে, তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। কোনো মুসলিম কাঙ্ক্ষিত মানের ও সুসভ্য মানুষরূপে গড়ে উঠবে এবং নিজেকে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ভিন্ন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করতে সক্ষম হবে তখনই, যখন ইসলামি শিষ্টাচারের সুষমাকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও পার্থিব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে ফুটিয়ে তুলতে পারবে। তাই মানবজীবনে শিষ্টাচার অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়।

আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে আদব-আখলাক, আচার-আচরণ ও দৈনন্দিন জীবনের ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিক-নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। আজ আমরা নববি আদর্শ ও তাঁর দিক-নির্দেশনা ভুলে গিয়েছি। ফলে আমরা এবং আমাদের প্রজন্ম নববি পথ থেকে ছিটকে পড়ে পশ্চিমাদের আচরণে নিমজ্জিত হচ্ছি। তাই তো আমাদের জীবন হয়ে যাচ্ছে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অভিশপ্ত।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আদব-আখলাক, আচার-আচরণ ও বিবিধ বিষয় নিয়ে ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ রচনা করেছেন ***আল-আদাবুল মুফরাদ*** নামক একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। কালজয়ী এই গ্রন্থটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় ভাষান্তরিত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে বাংলাভাষীদের জন্য এই মূল্যবান গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ শেষ করতে পেরেছি। মূল আরবি বইটি এক খণ্ডে প্রকাশিত হলেও আমরা পাঠকের সুবিধার্থে দুই খণ্ডে বিভক্ত করেছি। প্রথম খণ্ড আমি (সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ) অনুবাদ করেছি এবং দ্বিতীয় খণ্ড অনুবাদ করেছেন শ্রদ্ধেয় আম্মার মাহমুদ ভাই। প্রথমত এই বইটি আমি আমার জন্যই অনুবাদ করেছি বলে মনে করি, আমার আদব-আখলাক যেন নববি আখলাকের মতো হয়ে যায়। সে কারণে বলতে পারি, আমিই প্রথম এর উপকার

শাইখ শুআইব আরনাউত রাহিমাহুল্লাহর তাহকিকের সাথে মিলিয়ে নিরীক্ষণ করেছি।

হাদিসের কিছু পরিভাষা

উলুমুল হাদিস আসলে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর একটি শাস্ত্র। শাস্ত্রীয় আলাপ শাস্ত্রজ্ঞ ছাড়া বোঝা মুশকিল। তারপরও আমরা পাঠকের সুবিধার্থে কয়েকটি পরিভাষা পাঠক-সমীপে পেশ করছি, যাতে সাধারণ পাঠক হাদিসের মানের ব্যাপারে কিছুটা ধারণা পেতে পারেন।

১. **সনদ** : সনদ হলো বর্ণনাসূত্র—যে সূত্রপরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত হাদিসটি পৌঁছেছে, তাকে সনদ বলা হয়। এতে স্তর অনুযায়ী হাদিস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

২. **মতন** : হাদিসের মূল কথা ও তার শব্দসমষ্টিকে মতন বলে।

৩. **মারফু** : যে হাদিসের সনদ (বর্ণনাপরম্পরা) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মারফু হাদিস বলে।

৪. **মাওকুফ** : যে হাদিসের বর্ণনাসূত্র ঊর্ধ্ব দিকে সাহাবি পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ যে সনদসূত্রে কোনো সাহাবির কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে, তাকে মাওকুফ হাদিস বলে। এর অপর নাম আসার।

৫. **মাকতু** : যে হাদিসের সনদ কোনো তাবিয়ি পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মাকতু হাদিস বলা হয়।

৬. **সহিহ** : যে মুত্তাসিল হাদিসের সনদে উল্লিখিত প্রত্যেক বর্ণনাকারীই পূর্ণ আদালত ও জাবত-গুণসম্পন্ন এবং হাদিসটি যাবতীয় দোষ-ত্রুটি মুক্ত, তাকে সহিহ হাদিস বলে।

৭. **হাসান** : যে হাদিসের কোনো বর্ণনাকারীর জাবতের গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে, তাকে হাসান হাদিস বলা হয়। ফিকহবিদগণ সাধারণত সহিহ ও হাসান হাদিসের ভিত্তিতে শরিয়তের বিধান নির্ধারণ করেন।

৮. **জয়িফ** : যে হাদিসের বর্ণনাকারী কোনো হাসান হাদিসের বর্ণনাকারীর মতো গুণসম্পন্ন নন, তাকে জয়িফ হাদিস বলে।

৯. **জয়িফ জিদ্দান** : যে হাদিসটি দুর্বল হওয়ার একাধিক কারণ পাওয়া যায়, অথবা রাবি অত্যন্ত দুর্বল হয়, তাকে জয়িফ জিদ্দান বলা হয়।

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহর এই কিতাবটি বিশ্বের সব জায়গাতেই সমানভাবে সমাদৃত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় আমরা বইটি অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নিই। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা বইটি অনুবাদ করে আপনার করকমলে পরিবেশন করলাম।

বইটি অনুবাদ করেছেন শ্রদ্ধেয় প্রিয় উস্তায সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ ও মাওলানা আম্মার মাহমুদ ভাই। অনুবাদের পাশাপাশি নিপুণ হাতে তারা প্রতিটি হাদিসের তাহকিক ও তাখরিজ করেছেন। হাদিসের মানের ক্ষেত্রে হাদিস শাস্ত্রের কঠিন কাজগুলো এই দুই উস্তায করেছেন। প্রয়োজনে কোথাও কোথাও নোট এবং টীকা যুক্ত করে বইটি আরও চমৎকার করে সাজিয়ে তুলেছেন। আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন।

আমি আশাবাদী, প্রত্যেকটি আদর্শ পরিবারের তালিম-তারবিয়াতের জন্য বইটি বেশ উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ। বইটি প্রকাশিত হয়েছে **পথিক প্রকাশন** থেকে। আল্লাহ তাআলা এই বইয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাজায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

প্রিয় পাঠক, হাদিসের এই বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত খুশি এবং আনন্দিত। বইটি নির্ভুল রাখতে আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। তবুও যদি কোথাও ভুল-ভ্রান্তি কিংবা কোনো অসংগতি আপনাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তা হলে অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানিয়ে বাধিত করার অনুরোধ রইল। আমরা অবশ্যই পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের নেক বান্দা হিসাবে কবুল করুন। আমিন।

মো. ইসমাইল হোসেন
প্রকাশক
১৫-১০-২১ খ্রি.

সূচিপত্র

অধ্যায়: পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ২৮
আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করেছি ২৮
মায়ের সাথে সদাচরণ ২৯
বাবার সাথে সদাচরণ ৩০
পিতা-মাতা অত্যাচার করলেও তাদের সাথে সদাচরণ করা ৩১
মাতা-পিতার সাথে নরম সুরে কথা বলা ৩২
পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার পরিণতি ৩৬
যে পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয়, আল্লাহ তাআলাও তাকে অভিশাপ করেন. ৩৭
পাপ ব্যতীত পিতা-মাতার সব বিষয়ে আনুগত্য করতে হবে ৩৮
যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে পেল, কিন্তু জান্নাত অর্জন করতে পারেনি ৪০
যে তার পিতা-মাতার সাথে ভালো আচরণ করবে, আল্লাহ তার আয়ু বৃদ্ধি করেন ৪০
অমুসলিম পিতার জন্য কেউ যেন ক্ষমাপ্রার্থনা না করে ৪০
অমুসলিম পিতার সাথেও সদাচরণ করা আবশ্যক ৪১
পিতা-মাতাকে গালি না-দেওয়া ৪৩
পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার শাস্তি ৪৪
পিতা-মাতার ক্রন্দন ৪৫
মাতা-পিতার দুআ ৪৫
খ্রিষ্টান মা-কে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া ৪৮
পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে তাদের সাথে সদাচার করা ৪৯
পিতার বন্ধুদের সাথে সদাচার করা ৫১
তোমার পিতা যাদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, তাদের সাথে সদাচরণ করো ... ৫২
ভালোবাসা উত্তরাধিকার-সূত্রে আসে ৫২
পিতার নাম ধরে না-ডাকা, তার আগে না-চলা এবং তার আগে না-বসা ... ৫৩
পিতাকে উপনামে ডাকা যাবে কি? ৫৩

অধ্যায় : আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখা ৫৫
আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা ওয়াজিব ৫৫
আত্মীয়তার বন্ধন ৫৬

আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখার ফজিলত..... ৫৮
আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখলে আয়ু বাড়ে ৬০
আত্মীয়তার বন্ধন ঠিককারীকে আল্লাহ ভালোবাসেন ৬১
ক্রমানুসারে আত্মীয়তার অধিকার রাখা ৬১
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় না..... ৬৩
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর পাপ ৬৩
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর দুনিয়ার শাস্তি ৬৫
প্রতিদানের বিনিময়ে আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখা প্রকৃত ঠিক রাখা নয়..... ৬৫
জালিম আত্মীয়দের সাথে বন্ধন ঠিক রাখার ফজিলত..... ৬৬
যে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রেখেছে ৬৬
অমুসলিমদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং তাদের হাদিয়া গ্রহণ প্রসঙ্গে .. ৬৭
জেনে রাখো, আত্মীয়তার সম্পর্কই বংশের পরিচয় ৬৮
মুক্ত গোলাম কি বলতে পারবে, 'অমুকের সাথে সম্পর্ক আছে' ৬৯

অধ্যায় : সন্তানের প্রতি মমতা ৭১
যে ব্যক্তি একজন বা দুজন কন্যা সন্তান লালন-পালন করে ৭১
যে ব্যক্তি তার বোনকে লালন-পালন করবে ৭২
তালাকপ্রাপ্তা কন্যাকে লালন-পালন করার ফজিলত..... ৭৩
যে ব্যক্তি কন্যা সন্তানদের মৃত্যু অপছন্দ করে ৭৪
সন্তানের কারণে মানুষ কৃপণ এবং কাপুরুষ হয়ে থাকে ৭৪
সন্তানাদি হলো চোখের নয়নমণি..... ৭৬
যে ব্যক্তি তার সাথি, সম্পদ এবং সন্তান বৃদ্ধির দুআ করে ৭৭
মমতাময়ী মা..... ৭৮
শিশুদের চুম্বন করা ৭৯
সন্তানের সাথে পিতার আচরণ এবং ভদ্রতা শেখানো.....৭৯
নিজ সন্তানের সাথে পিতার সদাচরণ.....৮০
যে দয়াদ্র হয় না, তাকে দয়াও করা হয় না ৮১
আল্লাহর রহমত শতভাগে বিভক্ত ৮২

অধ্যায় : প্রতিবেশীর সাথে সদাচার ৮৪
প্রতিবেশীর ব্যাপারে অসিয়ত ৮৪
প্রতিবেশীর অধিকার..... ৮৫
প্রতিবেশীর সাথে আগে উত্তম আচরণ শুরু করতে হবে..... ৮৫

কাছের প্রতিবেশী থেকে হাদিয়া দেওয়া শুরু করবে ৮৭
যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর জন্য নিজের দরজা বন্ধ করে দেয় ৮৮
প্রতিবেশীদের অভুক্ত রেখে তৃপ্তি সহকারে আহার করা যায় না ৮৯
তরকারিতে একটু বেশি ঝোল করে প্রতিবেশীদেরকে দেবে ৮৯
উত্তম প্রতিবেশী ৯০
নেককার প্রতিবেশী ৯১
মন্দ প্রতিবেশী ৯১
কেউ যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় ৯২
প্রতিবেশীরা পরস্পরের হাদিয়াকে যেন তুচ্ছ মনে না করে ৯৪
প্রতিবেশীর অভিযোগ ৯৫
যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়ে বাড়ি ত্যাগ করতে বাধ্য করলো ৯৭
ইহুদি প্রতিবেশী ৯৮

অধ্যায় : আচার–ব্যবহার ও ভদ্রতা ৯৯
মান-সম্মান ৯৯
ইয়াতিমদের লালন-পালনের ফজিলত ১০০
যে ব্যক্তি দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তানকে লালন-পালন করে তার ফজিলত .. ১০১
ইয়াতিমের জন্য দয়াদ্র পিতার মতো হও ১০৩
সন্তানের কারণে যে নারী বিবাহ বসেনি এবং সবর করেছে তার ফজিলত .. ১০৫
ইয়াতিমদের আদব-কায়দা শিক্ষা প্রদান প্রসঙ্গে ১০৫
যার সন্তান মারা গেছে তার ফজিলত ১০৬
গর্ভপাতে যার সন্তান মারা যায় ১১০
উত্তম আচরণ ১১১
মন্দ আচরণ ১১৩
বেদুইনের কাছে দাস-দাসী বিক্রি করা ১১৪
খাদেমকে ক্ষমা করে দেওয়া ১১৫
যখন গোলাম চুরি করে ১১৬
সন্দেহ থেকে বাঁচার জন্য খাদেমকে কিছু গণনা করা ১১৮
খাদেমকে আদব শেখানো ১১৮
চেহারায় প্রহার করা থেকে বিরত থাকা ১২০
গোলামের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ ১২৩
তোমরা যা পরিধান করো, তা গোলামদেরও পরিধান করাও ১২৫
গোলামদের গালি দেওয়া ১২৭

গোলামদের কি সাহায্য করা হবে? ১২৮
সাধ্যের বাইরে গোলামের ওপর বোঝা চাপানো নিষিদ্ধ ১২৮
গোলামের সাথে আহার করতে অপছন্দ করা ১৩১
গোলাম তার মনিবের কল্যাণ কামনা করা ১৩৩
গোলামও একজন দায়িত্বশীল ১৩৫
যে ব্যক্তি গোলাম হওয়াকে পছন্দ করে ১৩৬
কেউ যেন না বলে—'আমার গোলাম' ১৩৭
গোলাম কি বলবে—'আমার মনিব' ? ১৩৭
পুরুষ তার ঘরের দায়িত্বশীল ১৩৮
মহিলারাও দায়িত্বশীল ১৩৯
যার সাথে ভালো ব্যবহার করা হয়, সে যেন উত্তম প্রতিদান দেয় ১৪০
যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না ১৪১
কোনো ভাইকে সাহায্য করা ১৪২

অধ্যায় : উত্তম চরিত ১৪৩
দুনিয়ার ভালো ব্যক্তিরা আখিরাতেও ভালো হিসাবে উঠবে ১৪৩
প্রতিটি ভালো কাজ সাদাকাহ ১৪৫
রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো ১৪৭
ভালো কথা, ভালো কাজ ১৪৮
বাগানে গমন এবং ব্যাগভরতি জিনিসপত্র কাঁধে বহন করে বাড়ি ফেরা ১৪৯
একজন মুসলমান অপর মুসলমানের আয়নাস্বরূপ ১৫২
যে ধরনের খেলাধুলা নিষিদ্ধ ১৫৪
ভালো কাজের দিকে পথপ্রদর্শন করা ১৫৪
মানুষের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করা ১৫৫
দিল খুলে মানুষের সাথে কথাবার্তা বলা ১৫৬
মুচকি হাসি দেওয়া ১৫৮
পরামর্শ আমানতস্বরূপ ১৬১
মানুষকে ভালোবাসা ১৬৩
মায়া-মমতা ১৬৪
ঠাট্টা-মশকরা ১৬৫
উত্তম চরিত্র ১৬৭
অন্তরের ধনাঢ্যতা ১৭০

অধ্যায় : দান ও বদান্যতা..... ১৭১
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে ফিরিয়ে দিতেন না..... ১৭১
অন্তরের সংকীর্ণতা..... ১৭২
লোকেরা জ্ঞান অর্জন করতে পারলে উত্তম চরিত্রবান হয়..... ১৭৪
কৃপণতা..... ১৭৯
প্রফুল্ল মন ১৮২
গরিবদের সাহায্য করা আবশ্যক ১৮৪
যে উত্তম চরিত্রবান হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করে..... ১৮৫
মুমিন কখনও তিরস্কারকারী হতে পারে না..... ১৮৭
অভিশাপ দেওয়া ১৮৯
যে তার গোলামকে অভিশাপ দেয়, সে যেন তাকে মুক্ত করে দেয় ১৯০
আল্লাহর লানত, আল্লাহর গজব এবং আগুন দ্বারা অভিশাপ দেওয়া..... ১৯০
অমুসলিমদের অভিশাপ দেওয়া ১৯১
চোগলখোর..... ১৯১
যে ব্যক্তি অশ্লীলতা শোনে এবং বিস্তার করে..... ১৯২
অন্যের দোষ অনুসন্ধানকারী ১৯৩
মুখের ওপর প্রশংসা করা..... ১৯৫
কারও সাথি যদি নিরাপদ থাকে, তা হলে তার প্রশংসা করার অনুমতি আছে ১৯৭
চাটুকারদের মুখে ধুলা নিক্ষেপ করা..... ১৯৮
কাব্যাকারে প্রশংসা করা..... ২০১
কবির অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাকে ঘুস হাদিয়া দেওয়া..... ২০২
দেখা-সাক্ষাৎ করা ২০৩
কোনো গোত্রের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে আহার গ্রহণ করা..... ২০৪
জিয়ারতের ফজিলত ২০৬
কোনো গোত্রকে ভালোবাসে ঠিকই, কিন্তু মিলিত হতে পারছে না..... ২০৬
বড়দের মর্যাদা ২০৭
বড়দের সম্মান করা..... ২০৯
বড়রা মজলিসে জরুরি কথা বলবে ২১০
বড়রা মজলিসে জরুরি কথা বলবে, প্রয়োজনে ছোটরাও বলতে পারবে.... ২১১
বড়দের নেতৃত্ব দেওয়া ২১২
ছোটদের ওপর দয়াদ্র হওয়া..... ২১৩
শিশুদের সাথে মুআনাকা করা ২১৩

ছোট বালিকাকে চুমু দেওয়া ২১৪
ছোটদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া ২১৫
ছোট বালককে 'হে আমার ছেলে' বলা ২১৫
জমিনবাসীর ওপর দয়া করো..... ২১৭
পরিবারের প্রতি দয়া করা ২১৮
প্রাণীর প্রতি দয়া করা ২১৯
পাখির বাসা থেকে ডিম নিয়ে আসা ২২১
খাঁচার পাখি..... ২২২
লোকের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করা..... ২২২
মিথ্যা বলা বর্জনীয় ২২৩
যে ব্যক্তি মানুষের কষ্টে সবর করে ২২৪
মানুষের মধ্যে আপস-মীমাংসা করা..... ২২৫
বংশের খোঁটা দেওয়া..... ২২৭

অধ্যায় : চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি ২২৮
মানুষের গোত্রপ্রীতি..... ২২৮
কারও সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা ২২৮
মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা নিষিদ্ধ ২৩০
যে ব্যক্তি বছরব্যাপী তার ভাইয়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে রাখে..... ২৩৩
দুই সম্পর্কচ্ছেদকারী..... ২৩৪
শত্রুতা ২৩৫
সালাম সম্পর্ক ছিন্ন করার কাফফারাস্বরূপ ২৩৭
উঠতি বয়সের যুবকদের পৃথক পৃথক থাকা ২৩৮
পরামর্শ না চাইতে তার ভাইকে পরামর্শ দেওয়া..... ২৩৮
যে ব্যক্তি মন্দ উদাহরণকে অপছন্দ করে..... ২৩৯
প্রতারণা এবং ধোঁকাবাজি সম্পর্কে ২৩৯
গালি দেওয়া..... ২৩৯
পানি পান করা ২৪১
যে ব্যক্তি প্রথমে গালিগালাজ শুরু করে, উভয়ের পাপ তার ওপর বর্তাবে . ২৪১
গালিগালাজকারী দুই শয়তানের মতো এবং মিথ্যা দাবিদার ও মিথ্যাবাদী ... ২৪৩
মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকি ২৪৪
যে ব্যক্তি কাউকে মুখের ওপর কিছু বলে না ২৪৭
যে ব্যক্তি কৌশলগতভাবে অন্যকে—'হে মুনাফিক' বললো..... ২৪৮

যে ব্যক্তি তার ভাইকে বললো, 'হে কাফির' ২৪৯
শত্রুর আনন্দ ২৫০
সম্পদের অপচয় এবং অপব্যবহার ২৫০
অপচয়কারীদের সম্পর্কে ২৫১
ঘরবাড়ি ঠিক করা ২৫২
বাড়িঘর নির্মাণে খরচ করা ২৫২
কর্মচারীর সাথে মালিকের সহযোগিতা করার ব্যাপারে ২৫২
উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করা ২৫৩
যে ব্যক্তি ঘরবাড়ি নির্মাণ করে ২৫৫
প্রশস্ত ঘরবাড়ি ২৫৬
নিজস্ব কুঠিতে অবস্থান ২৫৬
ঘরবাড়ি কারুকার্য করা ২৫৭
নম্রতা ২৫৯
সহজ-সরল জীবনযাপন ২৬২
নম্রতার ফলাফল ২৬৩
সান্ত্বনা দেওয়া ২৬৩
কঠোরতা করা ২৬৪
সম্পদ বিনিয়োগ ২৬৬
মাজলুমের দুআ ২৬৭
আল্লাহর কাছে বান্দার নিয়ত তালাশ করা ২৬৭
জুলুম অন্ধকার ২৬৮

অধ্যায় : রোগ ও রুগ্‌ণ ব্যক্তিদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ২৭৪
রোগীর কাফফারা ২৭৪
রাতে রোগীকে দেখতে যাওয়া ২৭৬
অসুস্থকালেও সুস্থকালের নেক আমলের সওয়াব দেওয়া হয় ২৭৯
রোগীর 'আমি অসুস্থ' বলা কি অভিযোগের আওতায় পড়ে? ২৮৩
সংজ্ঞাহীন রোগীকে দেখতে যাওয়া ২৮৪
অসুস্থ শিশুকে দেখতে যাওয়া ২৮৫
অসুস্থ স্বামীর সেবা ২৮৬
অসুস্থ গ্রাম্য ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া ২৮৭
অসুস্থদের দেখতে যাওয়া ২৮৭
রোগীকে দেখতে গিয়ে তার জন্য দুআ করা ২৯০

রোগী দেখতে যাওয়ার ফজিলত ২৯১
রোগীর সাথে সাক্ষাৎকারীর কথোপকথন ২৯২
যে ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তির কাছে সালাত আদায় করে ২৯৩
অমুসলিম রোগীকে দেখতে যাওয়া ২৯৩
রোগীকে দেখতে গিয়ে কী বলবে? ২৯৪
রোগী কী উত্তর দেবে? ২৯৬
অসুস্থ পাপাচারীকে দেখতে যাওয়া.....২৯৬
পুরুষদের অসুস্থ মহিলাদের দেখতে যাওয়া..... ২৯৭
রোগীকে দেখতে এসে ঘরের অন্য কিছুর দিকে তাকানো নিষিদ্ধ..... ২৯৭
চক্ষুরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া.....২৯৮
রোগীকে দেখতে আসা ব্যক্তি বসবে কোথায়?.....৩০০

অধ্যায় : পরিবারের সহযোগিতা ৩০১
যে ব্যক্তি তার নিজ ঘরের কাজ করতেন ৩০১

অধ্যায় : ভালোবাসা ও বিবিধ.....৩০৩
কেউ তার কোনো ভাইকে ভালোবাসলে তাকে যেন অবগত করে ৩০৩
কেউ কাউকে ভালোবাসলে যেন তর্কে লিপ্ত না হয় এবং কিছু না চায় ৩০৪
অন্তর জ্ঞানের উৎসস্থল..... ৩০৫
অহংকার..... ৩০৫
যে ব্যক্তি জুলুমের প্রতিশোধ নেয়.....৩১১
ক্ষুধা এবং মহামারির সময় সহমর্মিতা জ্ঞাপন করা ৩১৩
অভিজ্ঞতা.....৩১৫
আল্লাহর জন্য অপর ভাইকে আহার করানো ৩১৬
জাহিলি যুগের চুক্তি..... ৩১৬
ভাই-ভাই সম্পর্ক ৩১৬
বৃষ্টিতে ভেজা.....৩১৭
ভেড়া-বকরির মধ্যে বরকত রয়েছে..... ৩১৮
উট তার মালিকের জন্য সম্মানের কারণ ৩১৯
যাযাবরের জিন্দেগি ৩২১
বিরান এলাকায় বসবাসকারী.....৩২১
মরুভূমি এবং জলাশয়ে বসবাস করা.....৩২২
যে ব্যক্তি গোপনীয়তা পছন্দ করে..... ৩২৩

কাজকর্মে স্থিরতা অবলম্বন করা.....৩২৪
বিদ্রোহ করা.....৩২৭
রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা.....৩২৯
উপহার গ্রহণ করা.....৩৩০
মানুষের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ার কারণে যে উপহার বর্জন করে..... ৩৩১
লজ্জাশীলতা..... ৩৩১

অধ্যায় : দুআ ও আমল..... ৩৩৬
সকালে কী বলবে? ৩৩৬
যে অন্যের জন্য দুআ করে ৩৩৭
হৃদয় নিংড়ানো দুআ ৩৩৮
আগ্রহ এবং আশা নিয়ে দুআ করা ৩৩৯
সাইয়্যিদুল ইসতিগফার ৩৪৫
অপর ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দুআ করা ৩৪৯
নবিজির ওপর দুরুদ পাঠ করা..... ৩৫৮
যার সামনে নবিজির নাম উচ্চারণ করা হলো, অথচ সে দুরুদ পাঠ করলো না ৩৬১
যে অত্যাচারীর জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে..... ৩৬৪
বান্দা তাড়াহুড়া না করলে তখন তার দুআ কবুল করা হয় ৩৬৭
অলসতা থেকে পানাহ চাওয়া..... ৩৬৮
যে আল্লাহর নিকট দুআ করে না, আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট হন ৩৬৯
আল্লাহর রাস্তায় থাকাবস্থায় দুআ করা..... ৩৭০